দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 5 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

॥ খুলনা অফিস ॥

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল সোমবার খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) দুইদল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষে ছাত্র, সাংবাদিক ও পুলিশসহ ২০ জন আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কর্তৃপক্ষ আগামী ৩১ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এছাড়া গতকাল সন্ধ্যার মধ্যে ছাত্রী হলসহ ৬টি হল খালি করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

ছাত্র সংঘর্ষের জের

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ইলেকট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনায় ওই দুই ডিসিপ্লিনের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। গতকাল সোমবার সকাল থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের ছাত্ররা সংঘবদ্ধ হয়ে লাঠিসোঁটা, লোহার রড ও ইট-পাটকেল নিয়ে প্রতিপক্ষ ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। দুপুর ২টার দিকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের ছাত্ররা তাদের প্রতিরোধ করতে গেলে উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রায় ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ এ সময় দুই রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষে দৈনিক সমকালের রিপোর্টার কনক রহমান, ফটো সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, চ্যানেল ওয়ানের ফটো সাংবাদিক হায়দার আলী, দেশ টিভির ফটো সাংবাদিক এম এম মিলন, স্থানীয় দৈনিকের সাংবাদিক রানা কবীর এবং ছাত্র ও পুলিশসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে ছাত্র সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জরুরি বৈঠকে বসেন। বৈঠকে কুয়েটের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নাসিম আহমেদ তার সভাপতিত্বে ১ জুন থেকে নির্ধারিত গ্রীষ্মের ছুটি এগিয়ে আজ মঙ্গলবার থেকে ৩১ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন।

একই সাথে গতকাল সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ছাত্রী হলসহ ৬টি হল খালি করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। তবে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগ করেনি। ক্যাম্পাস ও আশপাশ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।